ইলাহিনামা

ইলাহিনামা–২

ইলাহিনামা–৩

ইলাহিনামা–৪

ইলাহিনামা–৫

ইলাহিনামা–৬

ইলাহিনামা–৭

ইলাহিনামা–৮

ইলাহিনামা–৯

ইলাহিনামা–১০

ইলাহিনামা–১১

ইলাহিনামা–১২

ইলাহিনামা–১৩

ইলাহিনামা–১৪

ইলাহিনামা–১৫

ইলাহিনামা–১৬

ইলাহিনামা–১৭

ইলাহিনামা–১৮

ইলাহিনামা–১৯

ইলাহিনামা–২০

ইলাহিনামা–২১

ইলাহিনামা–২২

ইলাহিনামা–২৩

ইলাহিনামা–২৪

ইলাহিনামা–২৫

ইলাহিনামা–২৬

ইলাহিনামা–২৭

ইলাহিনামা–২৮

ইলাহিনামা–২৯

ইলাহিনামা

ফরীদুদ্দীন আত্তার

মূল ফারসি থেকে অনুবাদ
জন এন্ড্রু বয়লে

বাংলা অনুবাদ
শফিক ইকবাল

রোদেলা

ইলাহিনামা
ফরীদুদ্দীন আত্তার
অনুবাদ : শফিক ইকবাল

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০২৪

রোদেলা ৭০৩

রোদেলা

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

বইবাংলা
স্টল নং ১৭ ব্লক, ২ সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫

অনলাইন পরিবেশক
http : //rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স ৪৮/৩ জাস্টিস লাল
মোহন দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৬৮০ টাকা মাত্র

THE ILAHI-NAMA or Book of God of Farid al-Din Attar
Translated from the Persian by John Andrew Boyle
Translated By Shafiq Iqbal
First Published *Ekushe Boimela 2024*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani,
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. **680** Only US $ 20.00
ISBN : 978-984-98235-5-1 Code : 703

সূচিপাতা

মুখবন্ধ ১৩
ভূমিকা ২১

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে ২৫
নবি (সা.) এর প্রশংসা ৩১
গল্প
বিশ্বস্ত সেনাপতি আবু বকর (রা.) এর গুণাবলির উপর ৪৮
বিশ্বস্ত সেনাপতি উমর (রা.) এর গুণাবলির উপর ৫০
বিশ্বস্ত সেনাপতির উসমান (রা.) এর গুণাবলির উপর ৫২
বিশ্বস্ত সেনাপতি আলী (রা.) এর গুণাবলি উপর ৫৩
আত্মাকে সম্বোধন

আলাপ-১
পিতার উত্তর ৬০
১. সেই গুণী মহিলার গল্প যার স্বামী ভ্রমণে গিয়েছিল ৬০

আলাপ-২
পিতার উত্তর ৭৬
১. সেই মহিলার গল্প যে একজন রাজপুত্রের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছিল ৭৭
২. একজন আলিদ, পণ্ডিত এবং রুমে বন্দী হওয়া আমুদে ব্যক্তির এর গল্প ৮০
৩. দাউদ (আ.) এর পুত্র সোলাইমান এবং প্রেমিক পিঁপড়ার গল্প ৮১
৪. বিশ্বস্ত সেনাপতি আলী (রা.) ও পিঁপড়ার গল্প ৮২
৫. ন্যায়পরায়ণ নুশিরভান এবং বয়স্ক চাষীর গল্প ৮৩
৬. পিতা জান্দি এবং কুকুর এর গল্প ৮৪
৭. মাশুক তুসী, কুকুর এবং ঘোড়সওয়ার গল্প ৮৪
৮. একটি কুকুর নিয়ে শায়খ আবু সাঈদের একজন সুফির সাথে বাহাস ৮৫
৯. আবুল ফাযল হাসানের কাহিনি এবং মৃত্যুশয্যায় তার কথা ৮৭

আলাপ-৩
পিতার উত্তর ৮৮
১. এক দরবেশকে ইব্রাহিম বিন আদহাম-এর প্রশ্ন ৮৮
২. শেখ গুরগানি এবং তার বিড়ালের গল্প ৮৯
৩. খ্রিস্টান ছেলের গল্প ৯০
৪. এক বৃদ্ধের গল্প যার একটি সুদর্শন পুত্র ছিল ৯১
৫. ইয়াকুব (আ.) ও ইউসুফ (আ.) এর গল্প ৯২
৬. ইউসুফ (আ.) ও তাঁর ভাই বেনয়ামিনের গল্প ৯৩
৭. যুবক পাপী এবং জাহান্নামের ফেরেশতাদের গল্প ৯৭

৮. আল্লাহ জ্ঞানী এক যুবকের জান্নাতে প্রবেশ এবং সর্বশক্তিমানের সাথে সাক্ষাতের গল্প ৯৮
৯. সেই দরবেশের গল্প যিনি মজনুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তার বয়স কত ৯৯
১০. জ্বরে আক্রান্ত এক পাগলের গল্প ১০০

আলাপ-৪
১. এক ভারতীয় সর্পাটক-এর গল্প ১০১
২. এক উজিরের গল্প যার একটি সুদর্শন পুত্র ছিল ১০৬
৩. এক রাজার গল্প যিনি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন ১০৮
৪. এক রাজপুত্রের গল্প যার প্রতি একজন রাজ কর্মকর্তা মোহিত ছিলেন ১০৯
৫. বৃদ্ধ কাঠ বিক্রেতা ও সুলতান মাহমুদের গল্প ১১৪

আলাপ-৫
পিতার উত্তর ১১৭
১. শিবলী ও রুটিওয়ালার গল্প ১১৮
২. মসজিদের এক ধর্মপ্রাণ এবং একটি কুকুরের গল্প ১১৯
৩. দুনিয়ার সঙ্গে ঈসা (আ.) এর আলাপ ১২১
৪. সাধু এবং শায়খ আবুল কাসিম হামাদানীর গল্প ১২৩
৫. এক খ্রিস্টানের গল্প যে মুসলমান হয়েছিল ১২৫
৬. ঈমানদার উমর (রা.)-এর কাহিনি ১২৫
৭. এক অগ্নিপূজকের গল্প যে একটি সেতু নির্মাণ করেছিল ১২৬
৮. জাফর সাদিক (র.)-এর কাছে এক দরবেশের প্রশ্ন ১২৮
৯. একটি রুটির মূল্যও নয় এমন নামাজ সম্পর্কে একজন পাগলের বক্তব্য ১২৮
১০. এক পাগলের গল্প এবং জুমার নামাজ ১২৯

আলাপ-৬
পিতার উত্তর ১৩০
১. আজরাইল, সোলাইমান (আ.) ও এক ব্যক্তির গল্প ১৩১
২. মঙ্গোনেল পাথরের আঘাতে নিহত যুবকের গল্প ১৩২
৩. কায়রো শহরের পাগলের গল্প ১৩৩
৪. ফখরুদ্দিন গুরগানি এবং সুলতানের ক্রীতদাসের গল্প ১৩৪
৫. ফাঁসির মঞ্চে হোসেন মনসুর হাল্লাজের গল্প ১৩৭
৬. লায়লার প্রতি মজনুর ভালোবাসার তীব্রতার গল্প ১৩৮
৭. চাঁদমুখী ছেলে এবং সৌন্দর্য সন্ধানী দরবেশের গল্প ১৩৮
৮. এক অন্ধ ব্যক্তি ও শায়খ নূরীর গল্প ১৪০
৯. শাইখ আবুল কাসিম হামাদানীর কাহিনি ১৪১

আলাপ-৭
পিতার উত্তর ১৪৩
১. ঈসা (আ.) এবং সেই ব্যক্তির গল্প যে ইসমে আজম শিখতে চেয়েছিল ১৪৩
২. ইব্রাহীম (আ.) ও নমরূদের কাহিনি ১৪৪
৩. জরথুস্ত্রীয় পুরোহিত ও শায়খ বায়েজিদের গল্প ১৪৫
৪. এক পাগলের গল্প যে কাবাঘরের দরজায় মাথা ঠোকাচ্ছিল ১৪৬
৫. ইয়াকুব (আ.) এর কাহিনি ১৪৭
৬. ইউসুফ হামাদানীর গল্প ১৪৭

৭. জুলেখার গল্প ১৪৮
৮. রূপককথা ১৪৮
৯. আবু বকর সুফালার গল্প ১৪৯
১০. সুলতান মাহমুদ এবং এক পাগলের গল্প ১৪৯
১১. কাটা গাছের গল্প ১৫০
১২. হাসান বসরী ও রাবিয়ার গল্প ১৫০
১৩. মুসা (আ.) এর কাহিনি ১৫২
১৪. নীরব পাগলের গল্প ১৫২
১৫. লায়লা সম্পর্কে মজনুর কাছে এক ব্যক্তির করা প্রশ্ন ১৫৩
১৬. মুয়াজ্জিন এবং একজন পাগলকে করা এক ব্যক্তির প্রশ্ন ১৫৪
১৭. শায়খ আবু সাঈদ এর ঘটনা ১৫৫
১৮. সুলতান মাহমুদ ও তার আয়ায (কৃতদাস) এর গল্প ১৫৬

আলাপ-৮

পিতার উত্তর ১৫৮
১. ইবলিসের সন্তান এবং আদম ও হাওয়ার গল্প ১৫৮
২. ইবলীসের কাহিনি এবং তার বিলাপ ১৬০
৩. ইউসুফ এবং বেনইয়ামিনের গল্প ১৬১
৪. সুলতান মাহমুদ ও তার আয়ায এর গল্প ১৬২
৫. সুদর্শন ছেলে এবং বিভ্রান্ত প্রেমিকের গল্প ১৬৩
৬. মৃত্যুর সময় সুলতান মাহমুদ ও তার আয়ায়ের কাহিনি ১৬৪
৭. এক চোরের গল্প যার হাত কাটা হয়েছিল ১৬৬
৮. সূর্যের প্রতি চাঁদের ঈর্ষার গল্প ১৬৬
৯. মাজনুর কাছে এক ব্যক্তির করা প্রশ্ন ১৬৭
১০. ইবলিসের কাহিনি ১৬৭
১১. সুলতান মাহমুদ এবং তার রাজন্যবর্গদের ইচ্ছার গল্প ১৬৭
১২. শিবলীর গল্প ১৬৮
১৩. ইবলিসের সাথে সিনাই পর্বতে মূসা (আ.) এর কাহিনি ১৬৯

আলাপ-৯

পিতার উত্তর ১৭১
১. সুলতান মাহমুদ ও বুড়ির গল্প ১৭২
২. বুহলুল এবং কবরস্থানের গল্প ১৭৪
৩. এক রাজার গল্প যিনি জ্যোতিষশাস্ত্র জানতেন ১৭৫
৪. গল্প ১৭৫
৫. বলখের শাকিক এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা সম্পর্কে তার বাণী ১৭৬
৬. এক পাগলের গল্প যে আল্লাহর কাছে এক টুকরো পাটবস্ত্র চেয়েছিল ১৭৭
৭. কান্নারত এক পাগলের গল্প ১৭৮
৮. শাইখ আবু বকর ওয়াসিতি এবং এক পাগলের কাহিনি ১৭৯
৯. পোড়া হৃদয়ের এক বুড়ির গল্প ১৮০
১০. আগুন এবং খড়কুটোর গল্প ১৮১
১১. আবু আলী ফরমাদির কাহিনি ১৮২
১২. বিচার দিবসে এক পাপীর গল্প ১৮২
১৩. সুলতান মাহমুদের গল্প এবং পর্যালোচনা? ১৮৪

আলাপ-১০

পিতার উত্তর ১৮৫
১. সুলতান সানজার এবং তুসের আব্বাসের গল্প ১৮৬
২. আল্লাহর সাথে মূসা (আ.) এর কথোপকথন এবং তাঁর একজন সাধুর সাথে দেখা করার অনুরোধ ১৮৭
৩. দেহ সৃষ্টির পূর্বে আত্মার অবস্থার কাহিনি ১৮৯
৪. রাসূল (সা.) এর স্ত্রীদের কাহিনি ১৯০
৫. রাবিয়া বসরির ঘটনা ১৯১
৬. বাহলুলের গল্প ১৯২
৭. বুশঞ্জ এর লাইসের গল্প ১৯৬
৮. মূসা (আ.) ও এক আল্লাহ ভক্তের কাহিনি ১৯৬
৯. বুখারার দরবেশ ও এক মাতালের গল্প ১৯৮
১০. ইমাম গাজ্জালী এবং এক বিরুদ্ধবাদীর গল্প ১৯৮
১১. ঈমাম ও এক পাগলের গল্প ১৯৯
১২. ক্রন্দন রত এক পাগলের গল্প ২০০
১৩. আল্লাহর সাথে এক পাগলের কথোপকথন ২০০
১৪. ভাগ্যের আগমন সম্পর্কে শাইখের বাণী ২০০

আলাপ-১১

পিতার উত্তর ২০১
১. মরুভূমিতে সাধনা অনুশীলনকারী এক ব্যক্তির গল্প ২০১
২. পাগলের গল্প যে একটি কফিন দেখেছিল ২০২
৩. এক নবজাতক শিশু সম্পর্কে নবি (সা.) যা বলেছেন তার গল্প ২০৩
৪. হাসান বসরি ও তার শিষ্য হাবিবের কাহিনি ২০৪
৫. শিবলী ও একজন প্রশ্নকারীর গল্প ২০৫
৬. সুলতান মাহমুদ ও গোসলখানায় আয়াযের গল্প ২০৫
৭. শায়খ বায়েজিদ বোস্তামি ও বেত্রাঘাতে আহত দুর্বৃত্তের কাহিনি ২০৭
৮. আবদুল্লাহ বিন মোবারক ও এক গোলামের কাহিনি ২০৮
৯. এক হাবশী এর কাহিনি যে নবি করিম (সা.) এর কাছে এসেছিল ২০৮
১০. এক ব্যক্তির গল্প যে দেখেছিল যে তার কনে কুমারী নয় ২০৯
১১. আলেকজান্ডার এবং তার প্রতি এক দরবেশের বাণী ২১১
১২. এক পাগলের গল্প ২১১
১৩. হাসান বসরি ও শামউনের কাহিনি ২১৩

আলাপ-১২

পিতার উত্তর ২১৬
১. কাই খসরু ও জামশিদের কাপের গল্প ২১৬
২. পাথর এবং মাটির ঢেলার গল্প ২১৮
৩. শিবলী ও মরুভূমির এক যুবকের গল্প ২১৮
৪. কবরের পাশে এক দরবেশের গল্প ২২০
৫. এক পাগলের গল্প যে আল্লাহর সাথে কথা বলত ২২১
৬. সুলতান মালিক শাহ ও প্রহরীর গল্প ২২২
৭. শায়খ আবু সাঈদ এবং তুস এর মাশুকের ঘটনা ২২৩
৮. আয়ায ও সুলতানের গল্প ২২৪
৯. সূর্যের প্রতি চাঁদের ব্যকুলতা ২২৫

১০. স্বপ্নে বায়েজিদকে এক ব্যক্তির প্রশ্ন ২২৬
১১. শিবলীর কাছে এক দরবেশের প্রশ্ন ২২৬
১২. ইব্রাহিম বিন আদহামের কাহিনি ২২৭

আলাপ-১৩
পিতার উত্তর ২২৯
১. যুলকারনাইন এবং এক জ্ঞানী ব্যক্তির গল্প ২২৯
২. গল্প ২৩২
৩. দুর্ভিক্ষ এবং তুস এর উত্তর ২৩৩
৪. মিরাজের রাতে নবির কাহিনি ২৩৩
৫. কৃপণ এবং মৃত্যুর ফেরেশতার গল্প ২৩২
৬. দরবেশ মারজবানের ছেলে হত্যার কাহিনি ২৩৫
৭. উপদেশ ২৩৫
৮. বুজুর্জমিহর ও নুশিরবানের গল্প ২৩৬
৯. বছরে চল্লিশ দিন ডিম পাড়া এক পাখির গল্প ২৩৭
১০. বুহলুল, হালুয়া এবং ভুনা মাংসের গল্প ২৩৯
১১. আল্লাহর কাছে মূসা (আ.) এর প্রশ্ন ২৩৯
১২. কিসরার উপদেশ ২৩৯
১৩. আল্লাহর কাছে এক ধার্মিক ব্যক্তির দুআ ২৩৯
১৪. শা'বি এবং এক লোকের গল্প যে একটি পাখি ধরেছিল ২৪০
১৫. ভিমরুল এবং পিঁপড়ার গল্প ২৪১
১৬. নবি (সা.) এবং হাবশী ক্রীতদাসীর কাহিনি ২৪২
১৭. যে ব্যক্তি ফাযলে রাব্বির কাছে এসেছিল তার গল্প ২৪৩
১৮. বাহলুলের গল্প ২৪৪
১৯. পাগল এবং ফুলবাবুর গল্প ২৪৪

আলাপ-১৪
পিতার উত্তর ২৪৬
১. যুলকারনাইনের মৃত্যু ২৪৬
২. নমরূদের কাহিনি ২৪৯
৩. এক দানশীল বুজুর্গের গল্প ২৫১
৪. একটি বৈধ রুজির গল্প ২৫১
৫. এক শায়খকে এক বুড়ির উপদেশ ২৫২
৬. উমর (রা.) ও এক প্রেমিক যুবকের গল্প ২৫২
৭. এক দরবেশের গল্প যিনি প্লাবন কামনা করেছিলেন ২৫৩
৮. এক বৃদ্ধের যুবক ধোপার প্রেমে পরার কাহিনি ২৫৪
৯. মাজনু ও এক প্রশ্নকারী ২৫৬
১০. এক শেয়ালের গল্প যে ফাঁদে ধরা পড়েছিল ২৫৭
১১. সুলতান মাহমুদ ও আয়াযের গল্প ২৫৮
১২. মুহাম্মাদ বিন ঈসা এবং এক পাগল মহিলার কাহিনি ২৫৯
১৩. এক পাগলের পাশে বসা সুলতান মাহমুদের গল্প ২৫৯
১৪. এক পাগলের গল্প যে একটি কম্বল বিক্রি করেছিল ২৬০
১৫. কা'বা প্রদক্ষিণকারী মহিলা এবং তার দিকে তাকিয়ে থাকা এক লোকের গল্প ২৬১
১৬. লেখক মাহসাতি এবং সুলতান সানজার এর গল্প ২৬২

১৭. সুলতান মাহমুদ এবং হাতি গণনা করার গল্প ২৬৪
১৮. ঈসা (আ.) এবং ইহুদীদের গল্প ২৬৪
১৯. ধরা পড়া চোরের গল্প ২৬৫
২০. লাঠিতে চড়া পাগলের গল্প ২৬৬
২১. সেনাপতির প্রাসাদ এবং এক পাগলের গল্প ২৬৬
২২. সুলতান মাহমুদ ও এক ফরিয়াদকারীর গল্প ২৬৭
২৩. মজনুর গল্প ২৬৮
২৪. এক লবণ বিক্রেতার গল্প যে আয়াযের প্রতি মুগ্ধ হয়েছিল ২৬৮

আলাপ ১৫
পিতার উত্তর ২৭৩
১. শিকার করার সময় সুলতান মাহমুদের গল্প ২৭৪
২. শাইখ ও হুমার গল্প ২৭৫
৩. ইমাম গাজ্জালী এবং সুলতান সানজারের গল্প ২৭৬
৪. সুলতান মাহমুদ এবং তার নামের সাথে মিল আছে সেই লোকটির গল্প ২৭৭
৫. সুলতান মাহমুদ ও এক ধোপার গল্প ২৭৮
৬. এক দরবেশ ও যুলকারনাইনের কাহিনি ২৭৯
৭. এক রাজা এবং আংটির গল্প ২৮০
৮. ইব্রাহিম বিন আদহাম ও খিজিরের কাহিনি ২৮১
৯. মাহমুদ এবং রাস্তায় দেখা হওয়া এক ভিখারির গল্প ২৮২
১০. রুকনুদ্দীন বিন আক্কাফের কাছে সানজারের সফরের কাহিনি ২৮৩
১১. সেই ব্যক্তির গল্প যে সোমরাজ গাছের মাঝে একটি থলে খুঁজে পেয়েছিল ২৮৪
১২. সুলতান মাহমুদ ও বুড়ির গল্প ২৮৫

আলাপ ১৬
পিতার উত্তর ২৮৬
১. হারুনুর রশিদের ছেলের গল্প ২৮৬
২. হারুন ও বাহলুলের গল্প ২৯২
৩. সুলাইমান (আ.) এর কলসী অনুসন্ধানের গল্প ২৯৪
৪. এক রাজার গল্প যিনি এক দরবেশের উপর রাগান্বিত হয়েছিলেন ২৯৫
৫. এক যুবকের সুন্দরী স্ত্রী মারা যাওয়ার ঘটনা ২৯৬

আলাপ-১৭
পিতার উত্তর ২৯৭
১. ভেড়া ও কসাইয়ের গল্প ২৯৭
২. বাজপাখি এবং গৃহপালিত পাখির গল্প ২৯৮
৩. এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির গল্প যিনি মৃতদের অবস্থা বলতে পারেন ৩০০
৪. পৃথিবী সম্পর্কে ক্ষিপ্ত এক ব্যক্তির উত্তর ৩০১
৫. আল্লাহ সম্পর্কে এক পাগলের কাছে প্রশ্ন করার গল্প ৩০১
৬. ফাতেমার বিবাহের উপঢৌকনের গল্প ৩০২
৭. এক বৃদ্ধের গল্প যে একটি অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে করেছিল ৩০৫
৮. দরবেশ ও আবু বকর ওয়ারাকের গল্প ৩০৬
৯. এক দরবেশের গল্প যিনি দুটি কবরস্থানের মধ্যে সমাহিত হতে চেয়েছিলেন ৩০৭
১০. সুফিয়ান সাওরীর কাহিনি ৩০৮
১১. যে ইহুদী মুসলমান হয়েছিল এবং তার কি অবস্থা হয়েছিল তার কাহিনি ৩০৯

আলাপ-১৮

পিতার উত্তর ৩১৩

১. বুলুকিয়া এবং আফ্ফান এর গল্প ৩১৩
২. সুলাইমান (আ.) এবং তার গালিচার গল্প ৩১৪
৩. খলিফা মামুন ও ক্রীতদাসের কাহিনি ৩১৫
৪. আসমাই, তার মেহমানদার এবং নিগ্রো উট চালকের গল্প ৩১৮
৫. জিব্রাইল ও ইউসুফের গল্প ৩১৯
৬. সারাখের দরবেশ খালুর গল্প ৩২১
৭. শেখ ইয়াহিয়া বিন মুআয এবং বায়েজিদ এর কাহিনি ৩২২
৮. শায়খ আলী রুদাবরির কাহিনি ৩২৩
৯. সুলতান মাহমুদ এবং এক ফটকাবাজের গল্প ৩২৬
১০. শায়খ আবু সাঈদ এবং জুয়াড়ির কাহিনি ৩২৬
১১. মজনু ও লায়লার গল্প ৩২৭

আলাপ- ১৯

পিতার উত্তর ৩২৯

১. হালু নামক জন্তুর গল্প ৩২৯
২. ঈসা (আ.) এর গল্প ৩৩০
৩. নুশিরভানের গল্প ৩৩২
৪. দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কে গল্প ৩৩২
৫. দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কে গল্প ৩৩৩
৬. দুনিয়া সম্পর্কে তুস নগরের আব্বাসের বাণী ৩৩৩
৭. হযরত জাফর সাদিক (রা.) এর বাণী ৩৩৪
৮. ইয়াহইয়া মা'আয রাযি এর কাহিনি ৩৩৫
৯. বিশ্বের নিন্দা সম্পর্কে গল্প ৩৩৫
১০. রাজকুমার এবং তার কনের গল্প ৩৩৫
১১. ইব্রাহিমের গল্প ৩৩৭
১২. মনসুর হাল্লাজ ও তার পুত্রের কাহিনি ৩৪১
১৩. অপবাদ মহাপাপ ৩৪১
১৪. নীরবতা নিয়ে এক বুজুর্গ ব্যক্তির বাণী ৩৪২

আলাপ- ২০

পিতার উত্তর ৩৪৩

১. এক শাইখ ও খ্রিস্টানের গল্প ৩৪৩
২. আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে একজন বুজুর্গ ব্যক্তির বাণী ৩৪৪
৩. যুবাইদা ও এক সুফির গল্প ৩৪৫
৪. আরদাশির, জরাথুষ্ট্রীয় পুরোহিত এবং তার পুত্র শাপুরের গল্প ৩৪৬
৫. আয়ায ও তার চক্ষু রোগের গল্প ৩৪৯
৬. জিরজিসের গল্প ৩৫০
৭. ইউসুফ (আ.) ও জুলেখার গল্প ৩৫১
৮. মরুভূমিতে ইব্রাহিম বিন আদহামের কাহিনি ৩৫২
৯. শুয়াইব (আ.) এর গল্প ৩৫৪
১০. জাহান্নামীদের কাহিনি ৩৫৫
১১. সুলতান মাহমুদ ও আয়ায এর গল্প ৩৫৬
১২. মজনু ও লাইলার কাহিনি ৩৫৭

আলাপ-২১

পিতার উত্তর ৩৫৮

১. বলখের আমির এবং তার কন্যার প্রেমে পড়ার গল্প ৩৫৮

আলাপ-২২

পিতার উত্তর ৩৮২

১. প্লেটো এবং আলেকজান্ডারের গল্প ৩৮২
২. বুজুর্গ ব্যক্তি এবং আবু আলি তুসের গল্প ৩৮৪
৩. এক পাগলের গল্প যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'ব্যথা কি?' ৩৮৫
৪. এক শিশুর গল্প যে তার মায়ের সাথে বাজারে গিয়ে হারিয়ে যায় ৩৮৫
৫. ইউসুফ (আ.) এবং তার আয়নায় তাকানোর গল্প ৩৮৬
৬. আহমদ গাজ্জালির গল্প ৩৮৮
৭. আবু আলী ফরমাদির গল্প ৩৮৯
৮. লায়লা সম্পর্কে মজনুকে করা প্রশ্নের গল্প ৩৮৯
৯. বায়েজিদ ও পথিকের কাহিনি ৩৯০
১০. সুলতান মাহমুদ ও শায়খ খুরকানির কাহিনি ৩৯১
১১. হরিণের গল্প যা থেকে কস্তুরী উৎপন্ন হয় ৩৯৩

শেষ কথা ৩৯৪

১. একটি বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যাওয়া এক লোকের গল্প ৩৯৫
২. একজন আল্লাহওয়ালার কথা ৩৯৬
৩. এক ব্যক্তির ওয়াস কুরনীকে প্রশ্ন করার গল্প ৩৯৮
৪. গ্রিক আলেকজান্ডারের মৃত্যুর গল্প ৪০০
৫. রাস্তার ঝাড়ুদারের গল্প ৪০২
৬. আইয়ুব নবির গল্প ৪০৩
৭. বেদুইন এবং নবির কাহিনি ৪০৪
৮. আল্লাহর রহমতের গল্প ৪০৪
৯. আবু সাহলের স্বপ্নের গল্প ৪০৪
১০. নবি ও এক মহিলার কাহিনি ৪০৫
১১. শিবলী ও ইবলীসের কাহিনি ৪০৬
১২. বায়েজিদ এবং তার কোমরে জুন্নার বাঁধার গল্প ৪০৭
১৩. ইব্রাহিম বিন আদহামের দুআ ৪০৯
১৪. এক ব্যক্তির দোকানদারের কাছ থেকে ভিক্ষা চাওয়ার গল্প ৪১০
১৫. হারুনুর রশিদের মৃত্যুর সময়ের গল্প ৪১১
১৬. শাইখ আকতারের মৃত্যুর সময়ের ঘটনা ৪১১
১৭. সেই ব্যক্তির গল্প যিনি আল্লাহকে আমানতকারী বানিয়েছিলেন ৪১২
১৮. সাজাবন্দীর দাস চাওয়ার গল্প ৪১৩
১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং তার দাসীর কাহিনি ৪১৪
২০. বিশর হাফির কাহিনি ৪১৬

পাদটীকা ৪১৭
শেষকথা ৪৫৭
গ্রন্থপঞ্জি ৪৫৯

মুখবন্ধ

এক মাশুকের অসংখ্য আশেক আছে। কোনো আশেকই জানে না সে তার মাশুকের ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য কিনা!

এভাবেই আত্তার তার ইলাহিনামায় কথা বলেন। ফারসি কবিতাকে এমন একজন মাশুক বা প্রিয়তমের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এবং যে পাঠক এটিকে তার আসল সৌন্দর্যে বা অনুবাদের পর্দার নিচে উপভোগ করেন–তাকে এমন একজন আশেক বা প্রেমিকের ভূমিকা পালন করতে হয় যে প্রতিনিয়ত তার প্রিয়জনের কিছু নতুন দিক আবিষ্কার করে চলেছে। এবং তবুও কেউ মাঝে মাঝে ভাবতে পারে যে ফার্সি সাহিত্যের কোন দিকটিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা বা প্রশংসা করা উচিত। এটি কি গীতিকারের সূক্ষ্ম মনোমুগ্ধকর এবং অস্পষ্ট সৌন্দর্য, যা হাফিজের গজলে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে? নাকি এটা খাকানীর মহিমান্বিত কাসিদা? নাকি আমাদের রুবাইয়াতকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যেটিতে পারসিয়ান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ছাপ প্রস্ফুটিত হয়েছে?

অনেক পাঠক সম্ভবত অন্য সাহিত্যিক ধারা পছন্দ করবেন, মহাকাব্যের মতো একটি সাহিত্যিক ধাঁচ যা ফার্সি কবিরা আরবি ঐতিহ্যের বাইরে বিকশিত করেছিলেন। ফেরদৌসির শাহ নামা পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসের এতটা সমৃদ্ধ সূচনা ঘটায় যে এটি ইরানে, তুরস্কে বা মুসলিম ভারতে রচিত অসংখ্য মহাকাব্যের তুলনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছে। কিন্তু বীরত্বপূর্ণ মহাকাব্যগুলো সর্বদা ফেরদৌসীর মানদণ্ড থেকে পিছিয়ে থাকলেও শাহ নামার বীরত্বগাথায় যে রোমান্টিকতার বীজ রয়েছে তা নিজামীর হাতেই সবচেয়ে সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে এবং প্রস্ফুটিত হয়। এরপর মহাকাব্যিক ধাঁচের একটি নতুন শৈল্পিক রূপ গড়ে তোলার ভার ইরানের পূর্ব প্রান্তে ফিরদৌসির স্বদেশীদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তারই ফলশ্রুতি হলো মসনবী।

সুফিবাদ, ইসলামী বিশ্বে খুব প্রথম দিকে প্রাচ্যে শিকড় গেড়েছিল, খুরাসানীয় তরিকা পরবর্তী প্রজন্মের সুফিবাদীদের ত্যাগ এবং তৃপ্তির পথের জন্য কঠোর নিয়ম সরবরাহ করেছিল। পরবর্তী সুফি কবিরা সর্বদা অষ্টম এবং নবম শতাব্দীর মহান সুফিদের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি এবং বিশদ বর্ণনা করেন–যা ইব্রাহিম বিন আদহামের মাধ্যমে শুরু হয়, যিনি বলখের একজন রাজপুত্র ছিলেন। তিনি ঘর বাড়ি ত্যাগ করে ফকিরি জীবন বেছে নেন যার উল্লেখ আমরা আত্তারের ইলাহিনামায়[১] পাই। তারা আল্লাহর উপর নিখুঁত আস্থা (তাওয়াক্কুল) এবং আনুগত্যের মধ্যমে তাদের

জীবনযাপন করতেন; তাদের মধ্যে কেউ কেউ আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী বাগদাদে চলে যান যাতে তারা সেখানকার সুফিবাদীদের সাথে তাদের মতামত বিনিময় করতে পারেন।

তাদের একজন ওস্তাদ শাকিক বালখি'র দেখা ইলাহিনামায়[২] পাওয়া যিনি তাওয়াক্কুল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন। শকিক বালখি'র মতো দরবেশের আরও বিখ্যাত উদাহরণ আমরা আত্তারের কবিতায় পাই, যেমন হাসান বসরি (মৃত্যু ৭২৮) এবং রাবিয়া বসরি (মৃত্যু ৮০১) যারা প্রায়শই একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রাবিয়া বসরি সেই দরবেশ মহিলা যাকে আত্তার খুব মর্যাদার সাথে উল্লেখ করেছেন: ইলাহিনামাতে রাবিয়াকে নিরামিষাশী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে–তাই তার কাছ থেকে কোনোও প্রাণী পলায়ন করে না...[৩]

রাবিয়ার হাত ধরে সুফিবাদের কেন্দ্রটি ইরাকে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু হাল্লাজের মৃত্যুর (৯২২) মাধ্যমে সুফিবাদ তার প্রথম শিখরে পৌঁছানোর পরেও, পূর্ব ইরান সুফিবাদী চিন্তা ও অনুশীলনের জন্য একটি উর্বর ভূমি হয়ে রইল। সুফিবাদী বইগুলির প্রথম লেখকদের মধ্যে দুজন সেই প্রদেশ থেকে এসেছেন: একজন হলেন কালাবাধি যিনি কিতাবাত তাআররুফ (আল্লাহর আরেফ বা সুফিদের মতাদর্শ) এর লেখক এবং আবু নাসর সাররাজ, যার কিতাবুল লুমা ফিত তাসাউউফ হলো সুফিদের জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ। তারা উভয়েই দশম শতাব্দীর শেষ দশকে মৃত্যুবরণ করেন। সামান্য পরে মাহনার আবু সাঈদ বিন আবুল খায়ের (মৃত্যু ১০৪৯), সুফিবাদী তরিকার নিয়ম নীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিলেন। তার ব্যক্তিত্ব, পরবর্তী সুফিবাদী রচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেমনটা আত্তারের কাজেও রয়েছে।

সুলামি (মৃত্যু ১০২১), সুফি জীবনের বিভিন্ন দিক এবং সুফিদের প্রথম পদ্ধতিগত ইতিহাসের অনেকগুলি গ্রন্থের লেখক, ইরানের এই লেখকের তাবাগাতুস সুফিয়া গ্রন্থটি সুপরিচিত এবং আল কুশাইরি (মৃত্যু ১০৭২), তার রিসালা বইতে সুফিবাদের নীতিগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কুশাইরি এবং আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, পূর্ব ইরানের সবচেয়ে বিখ্যাত সুফিবাদী ধর্মতত্ত্ববিদ ইমাম গাজ্জালি, (মৃত্যু, ১১১১) ছিলেন আশারীয় মতবাদের একজন প্রতিনিধি, এবং তারা সংযত পদ্ধতির মাধ্যমে সুফিবাদকে এমন একটি আকৃতি দিয়েছিলেন যা ধার্মিক মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। আত্তার ইলাহিনামায় ইমাম গাজ্জালী সম্পর্কে দুটি গল্প বলেছেন। আত্তারের সময়ে গাজ্জালী ইসলামের গৌরব ও শক্তির প্রায় প্রতীকী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।[৪] তাঁর মহান ও সুউচ্চ ব্যক্তিত্ব তার ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন এ প্রকাশ পেয়েছে। মধ্যপন্থী ইসলাম এবং কিছু ভিন্নধর্মী স্রোতের বিরুদ্ধে তিনি তার কলম দিয়ে যতটা সংগ্রাম করেছিলেন, সেলজুক এবং তাদের প্রধান উজির নিজামুল মুলক তাদের তলোয়ার দিয়েও ততটা করতে পারেন নি।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আশরীয় ধর্মতত্ত্বের রক্ষকদের আবাসস্থল থেকে সামান্য দূরত্বে ছিলেন সুফিবাদের আরেক ওস্তাদ, আবদুল্লাহ আনসারি, তিনি

হেরাতের একজন দরবেশ ছিলেন। (মৃত্যু, ১০৮৯)। বায়েজিদ বোস্তামির আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি, আবুল হাসান খুরকানির (মৃত্যু, ১০২৯) সাথে একটি সাক্ষাতে (আত্তার এবং রুমির কবিতায় একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব) আবদুল্লাহকে একজন সুফি হিসেবে দেখানো হয়। হাম্বলী মাযহাব মেনে চলার কারণে তাকে ভুগতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনোই সরকারি চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি। যারা তাদের নামাজের মুনাজাতের জন্য ফারসি পড়েন তাদের কাছে আনসারি এখনও প্রিয়। ছন্দযুক্ত গদ্যের সেই ছোট মোনাজাতগুলি ফার্সি ভাষায় প্রথম নামাজের দুআ। এটি আজও একইরকম চিত্তাকর্ষক যেমনটা নয় শতাব্দী আগে ছিল। তার রচনা ইসলামী ভক্তি সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। আনসারি সুলামির তাবাকাতুস সুফিয়া ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করে তার মাতৃভাষায় আরও সুফিবাদী বিষয়াদী চালু করেন। এই অনুবাদটি হুজভিরির কাশফুল মাহজুব গ্রন্থের প্রায় একই সময়ে লেখা হয়েছিল। হুজভিরি, ভারতের গজনভিদের রাজধানী লাহোরে বসতি স্থাপন করেন, যেখানে তার সমাধি (তাকে দাতা গঞ্জ বখশ বলা হয়) এখনও যিয়ারত করা হয়। হুজভিরির সুফিবাদী ধারণা এবং বর্ণনাগুলি সুফিবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান ফার্সি বইগুলির মধ্যে একটি।

এর কিছু পরেই ইমাম গাজ্জালীর ছোট ভাই, আহমদ গাজ্জালী (ইলাহিনামায় একটি গল্পের নায়ক[৫]) সাভানিহ নামে সুফিবাদী প্রেমের উপর একটি দুর্দান্ত ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেন যা আহমদের শিষ্য আইনুল কুদাত হামাদানী (মৃত্যু, ১১৩৭) এর প্রেমের গ্রন্থগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং অর্ধ শতাব্দী পরে রুজবিহান বাকলির (মৃত্যু, ১২০৯) রচনাগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ইসলামের প্রথম পাঁচ শতাব্দীতে ইরানের এবং বিশেষ করে খুরাসানের আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কেউ অবাক হবে যে, পারস্যের প্রথম মহান মরমী কবিতা এই ভূমি থেকেই জন্মেছিল যা তপস্বী ও মরমীবাদী চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল। আবুল মাজদ মাজদুদ সানাই (মৃত্যু, ১১৩১) সর্বপ্রথম সাহিত্যে মসনবী ধারা প্রয়োগ করেন; শুধু তার হাদিকাতুল হাকিকাহ-ই নয়, অনেক ছোট, অত্যন্ত আকর্ষণীয় কবিতাও এই ধারার অন্তর্গত। হাদিকাকে এখনও সুফিবাদী মসনবীর দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম ক্লাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়, শুধু ইরানেই নয়, যেখানেই পারস্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব অনুপ্রবেশ করেছে সেখানেও, এবং এর অর্থ ইস্তাম্বুল থেকে দিল্লি এবং এমনকি আরও পূর্ব পর্যন্ত। গজনীর দরবেশ, যার কাসিদা অত্যন্ত পরিমার্জিত এবং প্রচুর অলঙ্কারপূর্ণ এবং যার গান কখনও কখনও আশ্চর্যজনকভাবে মনোরম এবং ছন্দময়। এগুলো হাদিকার মধ্যে বলা অসংখ্য গল্প, প্রবাদ এবং উপাখ্যানে পাওয়া যায়; তাদের অনেকগুলি সুফিবাদের বই এবং প্রথম দিককার দরবেশদের জীবনী সংক্রান্ত রচনাগুলিতে স্থান করে নিয়েছে। নৈতিক এবং সুফিবাদী ব্যাখ্যার সুতো দিয়ে গল্পগুলিকে স্বাধীনভাবে সংযুক্ত করার সানাইয়ের কৌশলটি পরবর্তী সমস্ত সুফিবাদী লেখকদের দ্বারা অনুকরণ করা হয়েছিল। কোনোকিছু নিখুঁতভাবে বর্ণনার জন্য তার প্রতিভা সত্যিই আশ্চর্যজনক। বলা যায় যে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি সানাইকে অনুকরণ করতেন এবং প্রায়শই

তাঁর গল্প, কবিতা, এমনকি তার প্রিয় বাগধারাগুলিকে তার নিজস্ব রচনায় গ্রহণ করেছেন।

শব্দ শৈলীর দিক থেকে সানাইয়ের লেখা এখনও কিছুটা 'আদিম' ধাঁচের এবং খুব বাস্তবসম্মত। মসনবীর দ্বিতীয় ওস্তাদ এবং সানাইয়ের সাথে সাথে রুমি যার প্রশংসা করেছেন তিনি হলেন ফরীদুদ্দীন আত্তার। নিশাপুরের এই কবি এবং ওষুধকে বিক্রেতাকে সুফি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, বিশেষ করে ভারতে, যদিও তার মৃত্যুর সঠিক বছর এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। সানাইয়ের চেয়ে আত্তারের সাহিত্যসম্ভার অনেক বড়; এটি আরও বৈচিত্র্যময়, এতে কেবল সুন্দর রহস্যময় প্রেমের গান এবং দীর্ঘ মহাকাব্যই নয় বরং বিখ্যাত তাযকিরাতুল আউলিয়া বা 'সাধুদের জীবনী'ও রয়েছে।

হেলমুট রিটার তার বইতে স্পষ্ট করে বলেছেন, আত্তার গল্প বলার একজন ওস্তাদ ছিলেন; তাই ইসলামের প্রথম দিককার দরবেশদের সম্পর্কে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেন তা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়। তার দরবেশদের জীবনী সংক্রান্ত বইতে এমন অনেক উপাখ্যান রয়েছে যা আরও নির্ভুল উৎস থেকে যাচাই করা উচিত। তবে আত্তারের বর্ণনার মধ্যে কিছুটা রোমান্টিক আভাস রয়েছে এবং আত্তার তার মহাকাব্যগুলিতে এই উপখ্যানগুলোকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। তবে তার তাযকিরাতুল আউলিয়া একটি সাহিত্যগ্রন্থ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ যেখান থেকে পূর্ব মুসলিম বিশ্বের কবি ও গদ্য লেখকরা তাদের প্রাচীন ধর্মীয় দরবেশদের সম্পর্কে তথ্য নিয়েছিলেন। এটি হাল্লাজ সম্পর্কিত কাহিনির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, যার সাথে আত্তার, আধ্যাত্মিকভাবে সংযুক্ত ছিলেন: ফার্সি, উর্দু, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পশতু এবং তুর্কি ভাষায় হাল্লাজ সংক্রান্ত গল্পের পরবর্তী সমস্ত বই আত্তারের কাছ থেকে তথ্য নিয়েছে। ইলাহিনামায় হাল্লাজ, তার পুত্রকে নফসের তাঁবেদারী করতে মানা করেন,[৬] তাযকিরাতুল আউলিয়াতে আছে 'হাল্লাজ নিজের রক্ত দিয়ে তার শেষ অজু করেছিলেন'[৭] যেমনটি সত্যিকারের একজন প্রেমিক করে: পরবর্তী মুসলিম কবিতায় এই বিষয়টি বারবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

এইভাবে আত্তরের রহস্যময় মহাকাব্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গল্প এবং অস্তিত্বের রহস্যময় জ্ঞানের একটি উদ্ভাবনী সংমিশ্রণ ঘটেছে। নিশাপুরের এই ওস্তাদ নিঃসন্দেহে সানাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিশীলিত কবি, এবং কিছু দিক থেকে মাওলানা রুমির চেয়েও অনেক বেশি পরিশীলিত, যার উপচে পড়া ঐশ্বরিক প্রেম কবিতায় সীমার মধ্যেও ধারণ করা যায় না।

আত্তারের প্রধান কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে করা হয়েছে। তিনি চক্রাকার গল্প ব্যবহার করে তাতে শত শত গল্প সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু রুমির মসনবীতে একটি গল্পের সুতো প্রায়শই হারিয়ে যায় এবং অনেক লাইন বা এমনকি অনেক পৃষ্ঠার পরে সেই গল্পটি আবার সামনে আনা হয়, আত্তারের গল্পগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উপাখ্যানগুলির সাধারণ বিষয়বস্তু গায়েব হয়ে যায় না।

কবির মূল খ্যাতি মূলত মান্তিকুত তোয়ায়ের বা "পাখিদের কথোপকথন" এর উপর নির্ভর করে হয়েছে। এটি ত্রিশটি পাখিদের নিয়ে একটি গল্প যারা হুদহুদ

পাখির নেতৃত্বে রাজার সন্ধানে বিশ্বের শেষ পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। তারা অনুসন্ধান, প্রেম, মারেফত, তাওয়াককুল, ঐক্য, বিভ্রান্তি এবং দারিদ্র্য ও বিনাশের (ফানা) সাতটি উপত্যকায় সব ধরনের কষ্ট সহ্য করে যতক্ষণ না তারা সিমুরঘের বাসস্থানে পৌঁছায়। প্রেমময় বিনাশের শেষ পর্যায়ে তারা বুঝতে পারে যে তারা আসলে নিজেরাই সিমুরঘ... এই গল্পের মর্মার্থটি আত্তর এর আগেও প্রচলিত ছিল, কারণ প্রাচ্যে আত্মার প্রতীক হলো পাখি; কিন্তু আত্তার এটিকে প্রসারিত করেন, তার গল্পের এই ক্লাইম্যাক্স, ফার্সি সাহিত্যের সবচেয়ে চতুর শ্লেষ।

তার মুসিবত নামা, পাঠককে, নায়কের সাথে, সৃষ্ট প্রাণীর চল্লিশটি স্তরের মধ্য দিয়ে অনুরূপ আধ্যাত্মিক যাত্রায় নিয়ে যায়। ক্লান্ত পথিক তাদের প্রত্যেককে আল্লাহর পথ জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু প্রতিটি প্রাণী (ফেরেশতা এবং মেঘ, শয়তান এবং প্রাণী, আরশ এবং নবিরা) নিজেরাই আল্লাহর সন্ধানে আছে। পুরো বইটি আল্লাহ্ সন্ধানকারীদের অন্তহীন দীর্ঘশ্বাসের একটি সংশ্লেষ। নায়ক নিঃসঙ্গ ধ্যানের চল্লিশ দিনের মধ্যে বিভিন্ন অলীর সাক্ষাৎ পান। প্রতিটি ‘সাক্ষাতের’ পরে সুফি সেই অলীদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট উত্তরের অর্থ শেখেন যতক্ষণ না শেষ এবং চূড়ান্ত উত্তরটি স্বয়ং ইসলামের নবি (সা.) দেন, যিনি অনুসন্ধানকারীকে তার নিজের সত্তার অতল গহ্বরে প্রবেশ করান যাতে তিনি অবশেষে নিজের আত্মার সাগরে আল্লাহকে খুঁজে পান। উভয় মহাকাব্যের গঠন একই রকম: সাতটি উপত্যকা এবং চল্লিশটি পর্যায় যা রহস্যময় অভিজ্ঞতার বিভিন্ন প্রতীকের সাথে মিলে যায়।

আত্তারের তৃতীয় মহাকাব্য, ইলাহিনামার একটি ভিন্ন কাঠামো রয়েছে। এটি একটি রাজার গল্প যার ছয় পুত্র ছয়টি বিস্ময়কর জিনিসের অধিকারী হতে চায়। রাজা তাদের প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ ইচ্ছার সাথে প্রাসঙ্গিক গল্প বলেন, রাজা সর্বদা এই তথ্য দিয়ে শেষ করেন যে তাদের এই লক্ষ্যটির জন্য চেষ্টা করা মূল্যবান নয়। এইভাবে এই মহাকাব্যের পুরোটা সুফিবাদী চিন্তা চেতনার যেখানে ভোগের চেয়ে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। মহাকাব্যের শুরুতে আত্তার আল্লাহ্, নবি (সা.) এবং চার খলিফার প্রশংসা করেছেন যেমনটা তিনি অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রেও করেছেন; এ অংশে কবি আল্লাহর সৃষ্টিশীল শক্তির সীমাহীন মহত্ত্বকে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন, যা ফার্সি কবিতায় ধর্মীয় অনুভূতির সর্বোত্তম অভিব্যক্তির অন্তর্গত।[৮] এতে আত্তারের বলা গল্পগুলি প্রাণবন্ত, যেমনটা আত্তারের অন্য সমস্ত মহাকাব্যে রয়েছে। এতে আমরা অনেক পরিচিত সুফিবাদী উপাখ্যান খুঁজে পাই, যেমন উট চালকের গল্প যার সুরেলা কণ্ঠস্বর তার মালিকের শত উটকে এত উত্তেজিত করেছিল যে তারা সবাই মারা যায়, সঙ্গীতের অপ্রতিরোধ্য শক্তি প্রমাণ করার জন্য এই গল্পটি প্রথম বলেছিলেন সিরাজ। ভিক্ষুক এবং পাগলদের প্রায়শই এমন অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে যা যুক্তিবাদী লোকেদেরও নেই, তাদেরকে সামাজিক সমালোচনার মুখপাত্র বানানো হয়েছে, এবং আত্তার কদাচিৎ তাদের মুখ থেকে অপ্রীতিকর কথা বের করেন; এই প্রবণতা সানাইয়ের রচনায় তেমন লক্ষণীয় নয় এবং রুমির মসনবীতে প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবুও রুমির কবিতায় বর্ণিত বেশ

কিছু গল্প ইলাহিনামাতেও রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইল থেকে পালানোর জন্য এক ব্যক্তির সুলাইমান (আ.) কে নিজেকে হিন্দুস্তানে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলা! আত্তারের অনেক গল্প বিষণ্নতার আবরণে ঢাকা, যেখানে সুফি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেন এবং অদ্ভুত আচরণ করেন। এই ধরনের দরিদ্র, অত্যাচারিত এবং হতাশাগ্রস্ত মানুষের জ্ঞান বাণী আত্তারের পাঠকের সামনে সর্বদাই উপস্থিত থাকবে।

ইরানের পুরাকালের জাতীয় ব্যক্তিত্ব এবং সুফিবাদীদের গীতিমূলক কবিতা এবং জনপ্রিয় গল্পে তুলে ধরা হয়েছে কারণ এটি ভারত থেকে ইরানে পৌঁছেছিল এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এতে মজনু এবং লায়লা আবার আবির্ভূত হয়: বেদুইন গল্পের নায়ক এখনে আদর্শ সুফিতে রূপান্তরিত হয় যে নিজেকে তার প্রিয়জনের সাথে এতটাই মিলিত করেছে যে তাকে তার নামে ডাকা হয় এবং সে বিলাপ করতে ভয় পায় ‘পাছে লায়লা আঘাত পায়’। আশ্চর্যজনকভাবে পারস্যের গীতিকবিতার অন্যান্য আদর্শ জুটি যেমন ফরহাদ এবং শিরিন, বা খসরু এবং শিরিন, আত্তারের চিত্রকল্পে দেখা যায় না; কিন্তু মাহমুদ এবং আয়ায তার কাজে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে: গজনীর সুলতান মাহমুদ এবং তুর্কি অফিসার আয়াযের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে–একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের এমন অদ্ভুত পরিবর্তনের বিষয়টি এই ফারসি মহাকাব্যে দেখা গেছে। আরেকটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যার গল্প ইলাহিনামায় বলা হয়েছে তিনি হলেন কবি মহাস্তি (বা মাহসতী), যিনি কিংবদন্তি অনুসারে সালজুক সুলতান সানজারের সাথে যুক্ত।

অবশ্যই, সুফিবাদী গল্পগুলির জন্য অনেক জায়গা দেওয়া হয়েছে: পশ্চিম ইরানের নিঃসঙ্গ সাধক বায়েজিদ বুস্তামি (মৃত্যু, ৮৭৪), বিভিন্ন দৃশ্যে আবির্ভূত হন এবং এটি বিশ্বাস করা আশ্চর্যজনক হতো যদি আত্তার ইয়াহিয়া ইবনে মুআয (মৃত্যু, ৮৭১), এর সাথে তার বিখ্যাত চিঠিপত্র বিনিময়ের বিষয়টি উদ্ধৃত না করতেন। ইয়াহিয়া ইবনে মুআয আশাবাদের প্রচারক এবং গভীর মর্মার্থের কবিতার লেখক। তাযকিরাতুল আউলিয়ার গল্পে জানা যায় যে হুসরি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট কিনা। কিন্তু এই প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় যে সুফি এখনও প্রকৃত তৃপ্তি ও পরিপূর্ণতায় পৌঁছাননি, কেননা পরিপূর্ণ হলে তিনি আল্লাহর রহমত ও ক্রোধকে সমানভাবে গ্রহণ করতেন।[৯] এবং আত্তার ৯০০ সালের দিকের বাগদাদের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী গল্পগুলি বলেন যেমন প্রেমের নেশায় মত্ত আবুল হুসাইন নুরির গল্প, যিনি ‘আল্লাহ’ শব্দে এতটাই মোহিত হয়েছিলেন যে তিনি নলখাগড়ার সদ্য কাঁটা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন এবং নলখাগড়ার ধারালো ফলার আঘাতে মারা যান-কিন্তু, আমাদের কবি আরও বলেন, প্রতিটি নলখাগড়ার গায়ে তার রক্তে লেখা ছিল ‘আল্লাহ’![১০]

কিছুটা কনিষ্ঠ সুফি শিবলীর (মৃত্যু, ৯৪৫) ঐশ্বরিক উন্মাদনার[১১] গল্প রুমিও বলেছেন। আমরা সুফিদের অদ্ভুত অনুশীলনগুলি দেখি, তাদের অপ্রতিরোধ্য প্রেমের কথা শুনি; প্রাণীরা তাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা

সে একটি পোষা বিড়াল হোক বা একটি কুকুর হোক। এই প্রাণীগুলো মানুষকে সঠিক আচরণ করতে এবং ভণ্ডামি থেকে মুক্তির উপায় শেখায়;[১২] পিপীলিকা সুলাইমন (আ.) কে দেখায় যে প্রেম কীভাবে অবিশ্বাস্য কাজগুলি সম্পাদন করার জ্বালানি হিসেবে কাজ করতে পারে।[১৩]

আত্তার ইবলিস বা শয়তানকে এতটা খারাপভাবে দেখেন না। ইবলিস আসলে মানুষের এতটা শত্রু নয়; ইবলিস বরং একজন পীড়িত প্রেমিক যে, 'খোদার চেয়েও বেশি একেশ্বরবাদী', যেহেতু সে কোনো সৃষ্ট সত্তার সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছিল; সে আল্লাহর অভিশাপটিকে একটি পোশাক হিসাবে গ্রহণ করেছিল, এটি এমন একটি সম্মান যা শুধুমাত্র সেই পরতে পেরেছে, এবং যদিও সে আল্লাহর ক্রোধের তীরে বিদ্ধ হয়েছে, তবুও সে এই বলে আনন্দিত যে এই তীর নিক্ষেপ করার জন্য আল্লাহ সর্বপ্রথম তাকেই দেখেছেন। শয়তানকে দেখার এরূপ অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি আত্তারের রহস্যময় কাজের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। তার আগে আমরা সানাইয়ের ছোট কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর কবিতার কথা জানি যাতে শয়তানের বিলাপকে নিষ্কলঙ্ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে; তার পরে রুমি মাঝে মাঝে ইবলিসের করুণ পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করেন, কিন্তু সাধারণত তাকে দেখেন ঠান্ডা যুক্তিবাদের একচোখা প্রতিনিধি হিসেবে।

এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব, এবং আরও অন্যান্যরা, আল্লাহর সাথে অবাধে এবং অকপটে কথা বলেন, যিনি সর্বদা অনুকূল শব্দে তাদের উত্তর দেন না। কিন্তু মানুষ, শয়তান এবং আল্লাহর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এখনও বজায় রয়েছে, যদিও আত্তার জানেন যে ইলাহকে আসলে পাওয়া যায় মানুষের নিজের মধ্যে।

আত্তার তার ঝুলি থেকে যে সমস্ত গল্প বলেছেন তা ছয় রাজকুমারের অস্বাভাবিক ইচ্ছার অসারতা প্রমাণ করে। পিতা তার পুত্রদের দেখান যে কাল্পনিক রাজার সুন্দরী কুমারী কন্যা, বা জাদুবিদ্যা বা বিশ্ব দেখার জাদুর পেয়ালার ব্যবহার কী? কেন মানুষ আবে হায়াত, বা সুলাইমান (আ.) এর আংটি, বা কিমিয়া বা নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করার লোভ করে? রাজা জানেন যে এই সমস্ত বিস্ময়কর জিনিসগুলি, উচ্চতর বাস্তবতার বাহ্যিক প্রতীক মাত্র: প্রকৃত আলকেমি হলো আল্লাহর আনুগত্য ও প্রেম দ্বারা নিকৃষ্ট আত্মাকে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করা। সমুদ্রে মাটির দলা গলে যাওয়া আত্মার প্রতীক যা দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার পরে সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে ফানা হওয়ার জন্য নিজের আমিত্বের একটি 'সুচ পরিমাণ'[১৪] অংশও যেন না থাকে, সুফি কিংবদন্তি অনুসারে, আধ্যাত্মিক জগতে ঈসা (আ.) এর পকেটে সুচের উপস্থিত প্রমাণ করে যে এখনও তাঁর আত্মার এক কোণে দুনিয়াদারির শেষ চিহ্ন রয়ে গেছে।[১৫]

আত্তারের অনুরাগী মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি, মসনবীতে ইবাদতের কথা বলার সময় একটি সুন্দর চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। তিনি এটিকে একটি বাক্সের ঢাকনা দিয়ে সুগন্ধি কস্তুরি স্পর্শ করার সাথে তুলনা করেছেন। যদিও মানুষ আল্লাহর সারমর্মের কাছে পৌঁছাতে এবং দেখতে পারে না, তবুও ভক্তির মাধ্যমে মানুষ তাঁর সুগন্ধে সুগন্ধিত হতে পারে। আত্তারের মতো একজন সুফিবাদী কবির সাথে আমাদের

সাক্ষাতের জন্য এই চিত্রকল্পটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। আত্তার পাঠককে সর্বোত্তম মানের আধ্যাত্মিক আতরের প্রতিশ্রুতি দেন এবং ইলাহিনামার ষড়ভুজী বাক্সের প্রতিটি গল্প এই সুগন্ধের কিছুটা ধারণ করে। এটি অবশ্যই দুর্ঘটনাক্রমে নয় যে রাজার গল্পগুলির শেষে মানুষের বিশুদ্ধ আত্মায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রতীক হিসাবে আতরের কথা বলা হয়েছে: কস্তুরি হরিণ চল্লিশ দিন ধরে একটি বিশেষ খাদ্য খেয়ে (মুসিবত নামায় উল্লেখিত চল্লিশ দিনের ধ্যানের সাথে তুলনীয়) এতটাই শুদ্ধ হয়ে যায় যে সকালের হাওয়া তার রক্তকে কস্তুরীতে রূপান্তরিত করে।[১৬] এটাই সত্যিকারের আলকেমি, যা অর্জন করা যায় নিজের আত্মার ক্রমাগত শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে। আত্তারের গল্প এই ধরনের আলকেমির পথ দেখায়; এই সুগন্ধময় গল্পগুলো পাঠক যত বেশি পড়বেন, তত ভালোভাবে এর উচ্চ আদর্শগুলি বুঝতে পারবেন এবং সেই জ্ঞান দিয়ে নিজের হৃদয়কে সুগন্ধিত করতে পারবেন।

পশ্চিমা জনসাধারণের জন্য আত্তারের আতরের বাক্স খোলার জন্য আমরা প্রফেসর বয়েলের কাছে ঋণী; আমরা আশা করি তার ইলাহিনামার অনুবাদ, আত্তারের রচনার প্রতি গভীর আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে এবং তাঁর অন্যান্য প্রধান মহাকাব্যের অনুবাদকেও উৎসাহিত করবে।

কেমব্রিজ, ম্যাস।
অ্যানেমারি শিমেল

টীকা:

১. নিচে দেখুন, পৃষ্ঠা ৫৮, ১৮৬-৭, ২৩৫-৬, ২৯৮-৯ এবং ৩৪৭।
২. নিচে দেখুন, পৃ. ১৩৯।
৩. নিচে দেখুন, পৃ. ১১৫।
৪. নিচে দেখুন, পৃ. ১৫৯ এবং ২৩১।
৫. নিচে দেখুন, পৃ. ৩২৮-৯।
৬. নিচে দেখুন, পৃ. ২৮৮।
৭. নিচে দেখুন, পৃ. ১০২-৩।
৮. ডিক্সোলজির তিনটি সংস্করণ রয়েছে, যেমনটি নিচে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ১১৯),। প্রফেসর শিমেল এখানে রিটারের পাঠ্যের সংস্করণটি উল্লেখ করছেন। [জেএবি]
৯. নিচে দেখুন, পৃ. ১৯৮।
১০. নিচে দেখুন, পৃ. ১০৫-৬।
১১. নিচে দেখুন, পৃ. ১৩১।
১২. নিচে দেখুন, পৃ. ৮৬-৭।
১৩. নিচে দেখুন, পৃ. ৫০-১।
১৪. নিচে দেখুন, পৃ. ১৭৮।
১৫. নিচে দেখুন, পৃ. ২৭৬।
১৬. নিচে দেখুন, পৃ. ৩৩৩।